দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ AUG 26 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

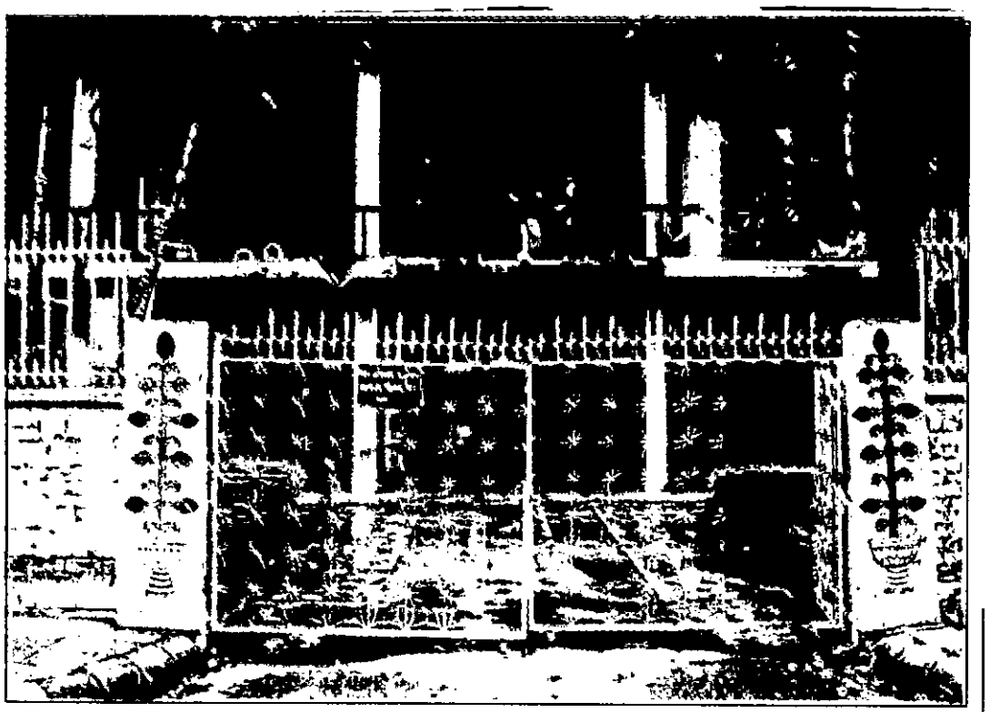

ঢাবি চারুকলা ইনস্টিটিউট -ইত্তেফাক

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় চারুকলার শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনা বাড়ছে

এক শ্রেণী শিক্ষকের কাছে চারুকলা ইনস্টিটিউট জিম্মি হয়ে পড়েছে

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় শিল্পী তৈরির প্রতিষ্ঠান আজ শুধু ভবন সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষা-উপকরণ ও ক্লাস রুমের অভাব, শিক্ষকের অপ্রতুলতা, ব্যবহারিক যন্ত্রপাতির অভাব ও স্বল্প বাজেটসহ নানা সমস্যায় চারুকলার ঐতিহ্য আজ বিলীন হওয়ার পথে। শিক্ষার্থীরা ও দিনদিন হারিয়ে ফেলছে চারুকলায় পড়ার আগ্রহ। চারুকলার এই দুরবস্থার জন্য শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করছেন। শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়া, ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব, বাইরে কাজে শিক্ষকরা বেশি ঝুঁকে পড়ায় দেশের সম্ভাবনাময় চিত্র ও চারু শিল্পীরা বছরের পর বছর চারুকলায় আটকে থাকছে। অন্যদিকে শিক্ষকরা বলছেন, ছাত্রদের ক্লাস বিমুখতা, অর্থ উপার্জন ও হাতে কলমে শিক্ষার প্রতি ঝোঁক বেশি হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা সেশনজটে পতিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ একশ্রেণীর শিক্ষকদের কাছে চারুকলা ইনস্টিটিউট জিম্মি হয়ে আছে। তাদের ইচ্ছা হলে মাসে দু' একবার ক্লাস নেন। পরীক্ষার ব্যাপারেও একই অবস্থা। জানা গেছে, চারুকলার এ দুর্গতির শিকার হয়ে অনেক শিক্ষার্থী আজ ভবিষ্যৎ গড়ার অন্য পথ খুঁজছেন।

ভুক্তভোগী স্যার এ এফ রহমান হলের ৩০৩ নম্বর কক্ষের শাহীন এর সাথে কলা বললে তিনি বলেন, দীর্ঘ ১০ বছরে চারুকলা আমাকে একটি ডিগ্রী দিতে পারেনি। এ লজ্জা বিশ্ববিদ্যালয়ের হওয়ার কথা ছিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চারুকলার অন্য এক শিক্ষার্থী জানান, ১৯৯৬ সালে সে চারুকলায় ভর্তি হয়েছেঃ সময়ের আবর্তে আজ তার কয়েক বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে দিব্যি ক্লাস নিচ্ছেন। কিন্তু চারুকলা তাকে আজও সেশনজটের মরণ বাঁধনে আটকে রেখেছে।

শিক্ষকরা এক বছরের ক্লাস শেষ করেন দুই বছরে পরীক্ষা নিতেও তারা দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি করেন। এক শিক্ষা (৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায়

(তৃতীয় পৃঃ পর)

বছরের ফলাফল প্রকাশ করতে ৩ মাসের স্থলে দ্বিগুণ কখনও তিনগুণ সময় লেগে যায় বলে একাধিক শিক্ষার্থী জানায়।

চারুকলার অব্যবস্থাপনা নিয়ে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। শিক্ষার্থীরা যে যারমত করে ইনস্টিটিউটটে আসছে আড্ডা দিচ্ছে, যার মন যা চাচ্ছে তাই করছে। শিক্ষকরাও তাদের কাজের ফাঁকে এসে ক্লাস নেন, চারুকলা যেন এক আলাদ রাজ্য এমন ভাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগে।